সংবাদ

JUL. 2017

ছাত্র-শিক্ষক ধস্তাধস্তির ঘটনা ন্যক্কারজনক

দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার দু'জন শিক্ষকসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হয়েছেন।

গত শনিবার সিনেট ভবনে উপচার্য প্যানেল নির্বাচনের জন্য বিশেষ অধিবেশন ছিল। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ফেডারেশনের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে সিনেট ভবনের ফটকে জড়ো হন। তারা ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন। একপর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ফটক ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়লে শিক্ষকরা রাস্তা অবরোধ করে দাঁড়ান। শিক্ষার্থীরা অবরোধ ভেঙে সামনে এগোতে চাইলে শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রভাষক কাজী ফারুক হোসাইন। বিক্ষোভস্থলে জবি শিক্ষক ফারুকের ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। আন্দোলনরত ছাত্রীদের নেহস্থা করারও অভিযোগ এসেছে শিক্ষক ফারুকের ওপর। বিষয়টি ন্যক্কারজনক।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকদের হাতাহাতির ঘটনা আমাদের স্তম্ভিত করেছে। শিক্ষার্থীরা ডাকসু নির্বাচনের-দাবিতে আন্দোলন করছিল। দাবিটি অযৌক্তিক নয়। বহু বছর ধরেই ডাকসু নির্বাচন হচ্ছে না। কাজেই ভিসি নির্বাচনের আগে তারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবিটি তুলতেই পারে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কি করে চড়াও হন– আমরা তার কারণ জানতে চাই। শিক্ষার্থীরা যদি কোন বাড়াবাড়ি করে তবে তার জন্য আইন আছে, বিধি আছে। আইনপ্রয়োগকারী সংস্থা সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে পারত। ঘটনাস্থলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক রবিউল ইসলামসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। অথচ এরপরও ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক কেন তার 'বাহুবল' প্রদর্শন করলেন সে রহস্য অবশ্যই উন্মোচিত হওয়া দরকার।

জানা গেছে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই শিক্ষক কিছুদিন আগেই ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, কোন বিরোধী আন্দোলন ঠেকাতে সরকারি ছাত্র সংগঠনের মারমুখী মেজাজ এখনও তার গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে। তিনি হয়তো ভুলেই গেছেন, তার কাজ এখন আর গুণ্ডামি-পাণ্ডামি করা নয়, বরং ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকসুলভ আচরণ করা।

আমরা এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা আর দেখতে চাই না। শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্ক হবে শ্রদ্ধার, সম্মানের। তাদের মধ্যে হাতাহাতি বা ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি কেন হবে? শিক্ষার্থীদের অবশ্যই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। যে শিক্ষক ছাত্রদের ওপর চড়াও হয়, ছাত্রীর গায়ের ওড়না টানে আমরা মনে করি তার কখনোই শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা নেই। এ ধরনের শিষ্টাচারবহির্ভূত ব্যক্তির বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থাই নেয়া উচিত।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং....................................
তারিখ....................................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর